তারিখ ....12 APR 2016...
পৃঃ ... 2 ... কলাম ... 6...

সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীকে হত্যার অভিযোগ

স্বামী-শাশুড়ি আটক

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরার শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটির ছাত্রী শিরিন আক্তার মিনা ওরফে অথৈর (১৮) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার ভোরে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় অথৈর স্বামী ও শাশুড়িকে আটক করেছে পুলিশ।

অথৈর পরিবারের লোকজন জানায়, পিয়াস উদ্দিন সেলিমকে ভালোবেসে বিয়ে করেন অথৈ। গত বছরের নভেম্বরে পরিবারের দুই পক্ষের সম্মতিতে এ বিয়ে হলেও শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে– স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে গলাটিপে হত্যা করেছে।

তবে পুলিশের ধারণা, ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন অথৈ। তার গলায় কালো দাগ রয়েছে। তার আত্মহত্যার পেছনে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের প্ররোচনা থাকতে পারে। এ জন্য অথৈর স্বামী পিয়াস ও শাশুড়ি পারুল বেগমকে আটক করা হয়েছে।

অথৈর বাবা নুরুল আমিন জানান, শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতন সইতে না পেরে গত শনিবার মেয়ে তার বাসায় চলে আসে। পরদিন তাকে বুঝিয়ে উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে ২০ নম্বর রোডে স্বামীর বাড়ি পাঠানো হয়। এতেই কাল হলো মেয়ের। তিনি বলেন, তার মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করে আত্মহত্যার নাটক সাজাচ্ছে পিয়াস। নিজের পছন্দে বিয়ে করেও সে তার পরিবারের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন সময় অথৈকে নির্যাতন করেছে।

উত্তরা-পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী হোসেন জানান, অথৈর গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তাকে এ পথ বেছে নিতে স্বামী ও শ্বশুর পক্ষের লোকজন বাধ্য করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ জন্য আপাতত আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।